সমাজের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

২.২ রাজনৈতিক সংস্কৃতি : ভূমিকা
Political Culture : Introduction

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে একদিকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ভাঙন এবং অন্যদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তনের এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি চিরাচরিত আস্থা এবং তার সর্বজনীন আবেদন এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়। এই সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য পশ্চিমি তাত্ত্বিকেরা যে নতুন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ধারার সূত্রপাত করেন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিষয়ক বিশ্লেষণ সেই ধারারই অঙ্গ।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিষয়ক বিশ্লেষণ ধারার প্রবক্তাদের মতে, কোনো একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ জানতে হলে তার কাঠামোগত ধারণা থাকাই যথেষ্ট নয়, যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে ওই কাঠামোটি কাজ করছে, সে সম্পর্কেও জানা দরকার। যে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্রিটেনের মতো দেশে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছে, সেই ব্যবস্থা তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিতে অনেকাংশে ব্যর্থ, কারণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির রাজনৈতিক সংস্কৃতি ব্রিটেনের মতো নয়। এই কারণে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রবক্তাগণ ঃ 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' ধারণাটিকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে যেসব রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নাম উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় **অ্যালমন্ড ও ভার্বা** (G. A. Almond and S. Verva)-র নাম। ১৯৬৩ সালে প্রণীত *The Civic Culture* শীর্ষক গ্রন্থে তাঁরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করেন। এ ব্যাপারে আর যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন **সামুয়েল বীয়ার, এস. ই. ফাইনার, লুসিয়ান পাই, সি. বি. পাওয়েল, কোলম্যান** ইত্যাদি। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পর্যালোচনা করেছেন যেসব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাঁরা হলেন **ফিওডোর বুরলাটিসকি, ভি. এম. শেভিনিয়ার্দজে** প্রমুখ সোভিয়েত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

২.৩ রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংজ্ঞা
Definition of Political Culture

যে-কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মনোভাব, প্রবণতা, অনুভূতি, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রাবোধ বর্তমান থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ব্যক্তি-মানুষের এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, অনুভূতি ও প্রবণতার সমন্বয়কে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা হয়। **অ্যালান বল** (Alan Ball) তাঁর *Modern Politics and Government* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি, আবেগ ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠিত ("A political culture is composed of the attitudes, beliefs, emotions and values of society that relates to the political system and to political issues.")।

অ্যালমন্ড ও পাওয়েল (G. A. Almond and C. B. Powell)-এর মতে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের মধ্যে রাজনীতি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোবৃত্তির ধারা ("the pattern of individual attitudes and orientations towards politics among the members of a political system.")। একটি নির্দিষ্ট সমাজের জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট সমাজের সাধারণ সংস্কৃতি। এই সাধারণ সংস্কৃতির একটা দিক থাকে যা রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে জড়িত। সমাজের সাধারণ সংস্কৃতির যে দিকটি রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সেটিই হল রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Certain aspects of the general culture of a society are especially concerned with how government ought to be conducted and what it shall try to do. This sector of culture we call political culture."—Beer and Ulam)।

লুসিয়ান পাই রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে রাজনীতির মনস্তাত্ত্বিক ও ব্যক্তিগত মাত্রাবোধের (Subjective dimension) সমষ্টিরূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কতকগুলি মনোভাব, বিশ্বাস ও অনুভূতির সমষ্টিকে বোঝায়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পদ্ধতি (Political process) এর মাধ্যমে সুশৃঙ্খল ও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার যে সমস্ত অনুমান ও বিধি-নিয়মের দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তাও এর থেকে উৎসারিত হয়। রাজনৈতিক আদর্শ এবং রাষ্ট্রীয় কার্য-পরিচালনা সম্পর্কিত নিয়ম-নীতি (Operating norms of a polity) প্রভৃতি রাজনৈতিক সংস্কৃতির অঙ্গীভূত।

মার্কসবাদী চিন্তাবিদ **বুরলাটস্‌কি** (F. Burlatsky) তাঁর *The Modern State and Politics* গ্রন্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অর্থ ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে বলেন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিভিন্ন শ্রেণির সামাজিক স্তরের এবং ক্ষমতা প্রয়োগকারী ব্যক্তির জ্ঞান ও ধ্যানধারণার মাত্রা ব্যক্ত করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাত্রাকেও (degree of their political activity) অনুধাবন করা যায়। অপর এক মার্কসবাদী লেখক **শেভিনিয়ার্দজে** (V. M. Shvenieradze)-এর মতে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল রাজনৈতিক চেতনা, চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহের সমষ্টি ("…..totality of the most essential features of political consciousness, thought and activity.")। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়। শেভিনিয়ার্দজে আরও বলেন, ব্যাপক অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতি এবং আইনের প্রতি ব্যক্তি, সামাজিক গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায়।

১.৪ প্রকৃতি

২.৫ রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপাদানসমূহ
Components of Political Culture

কোনো দেশ বা জাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে প্রধানত তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে, যথা— (১) অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিশ্বাস (Emperical beliefs), (২) মূল্যবোধের অগ্রাধিকার (Value preferences) এবং (৩) সংবেদনশীল মনোভাব (emotional attitudes)। রাজনৈতিক বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিশ্বাসকে **অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিশ্বাস** বলে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। **মূল্যবোধের অগ্রাধিকারও** কতকগুলি বিশ্বাসের সমষ্টি, যা গড়ে ওঠে সরকারের অভিপ্রেত উদ্দেশ্য, জনসাধারণের ব্যক্তিগত ধারণা ও উৎকর্ষের ভিত্তিতে। 'নির্দিষ্ট সময় অন্তর, মুক্ত ও ত্রুটিহীনভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত', 'নির্বাচকদের আস্থা হারালে জনপ্রতিনিধিদের পদত্যাগ করা উচিত', 'দেশের সাধারণ আইন অনুযায়ী উপযুক্ত বিচারালয় কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়'—ইত্যাদি হল রাজনৈতিক মূল্যবোধের কয়েকটি উদাহরণ। **সংবেদনশীল মনোভাব** বলতে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যের প্রতি জনসাধারণের অনুকূল বা প্রতিকূল অনুভূতিকে বোঝায়। এই মনোভাব গড়ে ওঠে দেশের অতীত ঐতিহ্যের ভিত্তিতে। ব্রিটেনের মতো যেসব দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করার দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে, সেখানকার জনগণ চায় জনপ্রতিনিধিরা যেন সংসদীয় রীতি মেনে কাজ করেন, বক্তারা যেন কখনোই সৌজন্যবোধের মাত্রা ছাড়িয়ে না যান, দেশের প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলি যেন মেনে চলা হয় ইত্যাদি। আবার যেসব দেশে দীর্ঘ স্বৈরশাসনের ঐতিহ্য রয়েছে, সেখানকার রাজনৈতিক মনোভাব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিশ্বাস, মূল্যবোধের অগ্রাধিকার এবং সংবেদনশীল মনোভাব—এই তিনটি উপাদান নিয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠলেও, এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে সঙ্গতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সঙ্গতিহীনতা প্রত্যেক জাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটা বৈশিষ্ট্য বলা চলে। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, যে-কোনো জাতির রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের ক্ষেত্রে সেই জাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপরিউক্ত উপাদানগুলি ছাড়াও **অ্যালমন্ড ও পাওয়েল** (Almond and Powell) তাদের *Comparative Politics:A Developmental Approach* শীর্ষক গ্রন্থে এই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি যেহেতু রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনৈতিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সমাজের ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, বা অভিমুখের একটা ধরন বা বিন্যাস, সেহেতু এটি একটি বিষয়ীগত (subjective) বিষয় যা রাজনৈতিক কার্যাবলিকে অর্থপূর্ণ করে তোলে ("As political culture is the pattern of individual attitudes and orientations towards politics among the members of a political system, it is the subjective realm which underlies and gives meaning to political actions")। এই ধরনের ব্যক্তিগত অভিমুখের বিন্যাস বিভিন্ন উপাদানের (components) ভিত্তিতে গঠিত হয়, যেমন :

(i) **জ্ঞানাত্মক অভিমুখ** (Cognitive Orientation) : জ্ঞানাত্মক অভিমুখ বলতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং বিশ্বাস সম্পর্কে জনগণের জ্ঞানকে বোঝায় ("Cognitive Orientation refers to people's knowledges, accurate or otherwise, of political objects and beliefs.")। অন্যভাবে বলা যায়, জ্ঞানাত্মক অভিমুখ হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা সেই উদ্দেশ্যে কীভাবে পৌঁছানোর চেষ্টা করে সে সম্পর্কে জ্ঞান। রাজনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে, ব্যবস্থার মুখ্য ভূমিকায় কারা আছেন এবং দেশ এই মুহূর্তে কী ধরনের সমস্যার মধ্যে রয়েছে— এ সম্পর্কে কোনো কোনো মানুষের সঠিক ধারণা থাকে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিকাংশ লোকেরই রাজনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে চলছে বা সংশ্লিষ্ট দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং বিচারালয়গুলি কেমন ভূমিকা পালন করেন সে সম্পর্কে কোনো ধারণা থাকে না বললেই চলে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যোগাযোগও খুব সীমিত থাকে।

(ii) **আসক্তিপূর্ণ অভিমুখ** (Affective Orientation) : আসক্তিপূর্ণ অভিমুখ বলতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের আবেগসম্ভূত অনুভূতিকে (emotional feelings) বোঝায়। অন্যভাবে বললে, আসক্তিপূর্ণ অভিমুখের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিষয়ীগত বা ব্যক্তিগত অনুভূতি (Subjective feelings) কখনও ইতিবাচক, আবার কখনও নেতিবাচক হয়ে থাকে। এই ধরনের আসক্তিপূর্ণ অনুভূতি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এই আবেগ বা আসক্তি অনেকসময় জনগণ তথা সরকারকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়।

(iii) **মূল্যায়নভিত্তিক অভিমুখ** (Evaluative Orientation) : মূল্যায়নভিত্তিক অভিমুখ বলতে রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং কার্যাবলি সম্পর্কে মূল্যায়নকে বোঝায়। অর্থাৎ মূল্যায়নভিত্তিক অভিমুখের ক্ষেত্রে মানুষের বিচারবুদ্ধি তথা মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাধারণত উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই ধরনের অভিমুখ প্রচলিত থাকতে দেখা যায়।

ওপরের এই তিনটি অভিমুখ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং কখনো কখনো একই ব্যক্তির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে এই তিনটি অভিমুখকে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। **অ্যালমন্ড এবং পাওয়েল** যথার্থই বলেছেন, অভিমুখের ধরন দেখেই প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক প্রবণতা ও রাজনৈতিক আচরণের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায় এবং এরই মাধ্যমে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে আগাম বার্তা দেওয়া যায় (The orientation patterns "constitute the political tendencies, the propensities for political behaviour, which are of crucial importance in explaining and predicting political action in a particular political system.")।

২.৮ রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব ও ভূমিকা
The Importance and Role of Political Culture

বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র উদ্‌ঘাটনে রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। **কোনো দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা থেকে সেই দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়** ("....an awareness of the basis of the political culture will allow a more detailed picture of the political system to emerge."—Alan Ball)। অনুরূপভাবে **বুরলাটস্কি** (Burlatsky) বলেছেন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাত্রা (the degree of political activity) অনুধাবনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

লুসিয়ান পাই (L. W. Pye)-এর মতে, দেশের রাজনৈতিক পদ্ধতিকে সুশৃঙ্খল ও অর্থবহ করে তোলার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া **যে সমস্ত বিধিনিয়ম ও অনুমানের দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলি রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকেই উৎসারিত হয়।**

অ্যালমন্ড ও পাওয়েল-এর মতে, রাজনীতির কীভাবে ব্যক্তিগত স্তর থেকে সামাজিক স্তরে উত্তরণ ঘটেছে তা জানবার জন্য রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। তাঁরা আরও বলেন, **রাজনৈতিক সংস্কৃতি ব্যক্তিভিত্তিক ও সমষ্টিভিত্তিক রাজনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য মোচনের একটা বড়ো হাতিয়ার** ("Political culture may provide us with a valuable conceptual tool by means of which we can bridge the micro-macro in political theory.")।

বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক বিকাশ (Political development) একই রকম হয় না। এই পার্থক্যের হেতু জানতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির আশ্রয় নিতে হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে রাজনৈতিক উপাদান ছাড়াও এমন অনেক মনস্তাত্ত্বিক উপাদান থাকে (মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি) যেগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি এইসব মনস্তাত্ত্বিক উপাদানকে জানতে সাহায্য করে। **রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশের অধিবাসীদের রাজনৈতিক আচরণের ঝোঁক বা প্রবণতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়।** তাই রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে দেশবাসীর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোনো দেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতার মান অনুধাবনে সাহায্য করে। রাজনৈতিক সচেতনতার মান আবার বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রার ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে কোনো দেশের রাজনৈতিক সচেতনতার মাত্রা রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচরণ ও ক্রিয়াকলাপের অযৌক্তিক এবং যুক্তিসংগত উপাদান অনুধাবন করা যায়।

কোনো দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সেই দেশের রাজনৈতিক বিকাশের ধরনকে প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক অবক্ষয় ও অস্থিতিশীলতার মূল কারণও রাজনৈতিক শিক্ষার মধ্যে নিহিত। যে আর্থসামাজিক বিন্যাসের

ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তার সংকট শুরু হলে রাজনৈতিক সংস্কৃতিও সংকটাপন্ন হয়। আর রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংকটের মধ্যে পড়লে রাজনৈতিক অবক্ষয় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সদ্য স্বাধীন ও অনগ্রসর দেশগুলির রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এইসব দেশের রাজনৈতিক বিকাশের পথে অন্তরায়গুলি কী, কীভাবে এই অন্তরায়গুলিকে অপসারণ করে দেশের বিকাশের পথকে নিষ্কণ্টক করা যায়, রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা সে বিষয়ে আলোকপাত করতে পারে।

কোনো একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্থিতিশীল অবস্থায় আছে, না অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে তা জানতে গেলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনুশীলন চালানো দরকার। যদি দেখা যায়, রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুকূলে রয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থাটির ভিত্তি যথেষ্ট শক্তিশালী। আর যদি উল্টো হয়, অর্থাৎ রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অস্থিরতা বা দুর্বলতা রয়েছে। সুতরাং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা থাকা অতি আবশ্যক। রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুশীলন করলেই জানা যাবে জনগণের প্রত্যাশা কী এবং কী করলে সেই প্রত্যাশা মেটানো যাবে।

তুলনামূলক রাজনীতির আলোচনায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোচনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব পেতে দেখা যায়। কয়েকটি দেশে একই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর থাকা সত্ত্বেও যদি ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল পরিলক্ষিত হয়, তখন এই তারতম্যের কারণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিশ্লেষণ অতীব জরুরি।

সাম্প্রতিককালে, শুধু জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি দেশের অভ্যন্তরীণ নীতিকে যেমন প্রভাবিত করে, বিদেশ নীতিকেও তেমনি প্রভাবিত করে। তাই আজকের দিনে আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বিদেশনীতি পর্যালোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতা ঃ রাজনৈতিক সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনার উপরিউক্ত গুরুত্বকে স্বীকার করেও বলা যায় এই ধরনের বিশ্লেষণ ত্রুটিমুক্ত নয়। যে-সমস্ত পদ্ধতিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনুসন্ধান করা হয়, সেই পদ্ধতিগুলি অনেকসময় ত্রুটিপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, মনোভাব, আচার-আচরণ প্রভৃতি বিষয়গুলি স্থায়ী নয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এগুলি বদলে যায়। তাই এসবের ওপর ভিত্তি করে কোনো স্থায়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার পথপ্রদর্শক **অ্যালমন্ড** স্বয়ং বলেছেন, একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় রাজনৈতিক সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনা কোনো নির্ভুল নিশানা দিতে পারে না ("A careful analysis of a political culture still provides no sure guide, perhaps at best a probabilistic one, for the prediction of individual behaviour in a given case.")।

ডেভিস ও লুইস (Davis and Lewis) অনুরূপভাবে বলেছেন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিষয় বিচার-বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কোনো প্রকার সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। **মহাত্মা গান্ধি বা বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান** কেন আততায়ীর গুলিতে নৃশংসভাবে খুন হলেন তার কোনো আগাম ইঙ্গিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি দিতে পারেনি। **লী হার্ভে ওসওয়াল্ডের** (Lee Harvey Oswald) আচরণ সম্পর্কে মার্কিন রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোনো কথা আগাম বলতে পারেনি। আসলে মূল্যবোধ, মতাদর্শ, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, জাতীয় চরিত্র প্রভৃতি যেসব বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতির কাঠামোটি রচিত সেগুলি অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। এসব বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত টানা যায় না।

কেউ কেউ বলেন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হল **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।** তাই একে রক্ষণশীল মতবাদের একটি অঙ্গ বলে সমালোচনা করা হয়। আসলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনার মুখ্য উদ্যোক্তরা হলেন পাশ্চাত্যের উদারপন্থী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ। তাঁদের হাতে পুষ্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণাটি যে রক্ষণশীল হবে, তা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

তাছাড়া সোভিয়েত রাষ্ট্রচিন্তাবিদ **শেভিনিয়ার্দজে** (V. R. Shvenieradze)-এর মতে, পশ্চিমি তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে **সমাজবিচ্ছিন্ন একটি ধারণারূপে** গণ্য করা হয়েছে। তাঁরা রাজনৈতিক সংস্কৃতির সামাজিক গুরুত্ব ও সামাজিক প্রকৃতিকে উপেক্ষা করেন। তাঁদের কোনো কোনো রচনায় যে যৌথ সংস্কৃতির উল্লেখ আছে তা বিভিন্ন ব্যক্তির রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ছাড়া কিছু নয়।

সবশেষে বলা যায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ আলোচনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংস্কৃতি এককভাবে কার্যকরী নয়।

২.৯ রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন ধরন